ব্লাইন্ড লেন
অসীমকুমার বসু

পেছতে পেছতে অনেকদূর চলে এসেছি
কানাগলির শেষে নতুন কেনা দশতলার ফ্লাটে,
এখন জানালা খুললেই ছুটে আসে
পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের হাওয়া।
ওপর থেকে দেখি
অনেক নীচে রয়েছে গাছপালা অন্য ছোট ছোট বাড়িগুলি
নিম্নবিত্ত আত্মীয়ের মতো সঙ্কুচিত দূরে।

আমিও আছি অজ্ঞাতবাসের মতো
স্বজন প্রতিবেশী থেকে বিশিষ্ট তফাতে
বিদেশী সিম্ফনী আর
দূরদর্শনের ছবিতে ঘেরা আমার সংসারে,
অফিস থেকে ফিরে
সন্ধ্যায় ঠান্ডা পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে দেখি
দূরের শহরের আলোকমালা,
সমস্ত বাতাস এখন ছুটে যাচ্ছে
সেই উষ্ণ লোকালয়ের দিকে

নীলনগর
দীপক মন্ডল

বল্গাহীন অশ্বেরা ছুঁতে চায় নীলনগর
ঐখানে বসত করে মেঘকন্যা, বৃষ্টির প্রবাহ
শেষরাতে নেমে আসে আমাদের ধান ক্ষেতে...

আজ নবান্ন উৎসব, উঠোনে নীলনগর।

পাহাড় মানুষ
মূল কবিতা : মনীষা জোশী
ভাষান্তর : জ্যোর্তিময় দাশ

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা খাড়া উঁচু পাহাড়টিকে
মনে হয় ঠিক যেন এক মানুষের মতো।
পাহাড়টা সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলেও
মানুষটি ধেয়ে এসে ঘুরতে থকে মাথার ওপরে।
পাহাড়ের চূড়ায় গজিয়ে ওঠা জংলি আগাছা
দেখে আহত হই আমি
আর সেই মানুষটির অশালীন শব্দগুলি
যেন ঠেলে দেয় আমাকে মৃত্যু মুখোমুখি।
পাহাড়ের উপত্যকায় নাগপঞ্চমীর যে মেলা
বসে প্রতিবছর, একটি কেউটে
ছোবল মারে আমাকে প্রায় প্রতিনিয়ত।
আমি মাতালের মতো টলতে টলতে
পাহাড়ে সিঁড়ি ভেঙে বাড়িতে ফিরে আসি
আর সেই লোকটি মেলা থেকে কিনে আনা
সবুজ চুড়িগুলোকে আমার হাতের মধ্যে
গলিয়ে দেয় প্রায় নিঃশব্দে।
বিকেলের জানালার ধারে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে
চেয়ে থাকি পাহাড়টির দিকে আমি
আর বুঝতেই পারিনি কখন সংগোপনে
........সে দাঁড়িয়ে ছিল আমার পিছনে।
পাহাড়টি এক-পা এক-পা করে এগিয়ে
আসতে চায় আমার দিকে, আর আমি
অসহায়ভাবে চলে যাই লোকটির দিকে।